যেসব আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরেও জারি থাকে

মূল : আল্লামা আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর হাফিজাহুল্লাহ

প্রফেসর, আকিদা বিভাগ; ফ্যাকাল্টি মেম্বার, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনা মুনাওয়্যারা।

ভাষান্তর : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা

যেসব আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরেও জারি থাকে

প্রকাশকাল : ৫ই রমজান, ১৪৪৫ হি. মোতাবেক ১৫ই মার্চ, ২০২৪ খ্রি.।

অনলাইন প্রকাশক : সালাফী: 'আক্বীদাহ্ ও মানহাজে।

ফেসবুক পেজ : www.facebook.com/SunniSalafiAthari.

টেলিগ্রাম চ্যানেল : https://t.me/SunniSalafiAthari.

বিষয়সূচি

অনুবাদকের পূর্বাভাষ

بسم الله الرحمن الرحيم

আমরা জানি, মরণের সাথে সাথে বান্দার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের করুণাময় রব দয়া করে এমন কিছু আমলের সুযোগ রেখেছেন, যেগুলো মৃত্যুর সময় বন্ধ হলেও সেসবের সওয়াব থাকে প্রবাহমান। আমরা বিভিন্ন সময় হাদিস থেকে এমন কতিপয় আমলের কথা জেনেছি। কিন্তু এরকম আমলের সমাহার নিয়ে যদি স্বতন্ত্র একটি বই পাওয়া যায়, তাহলে সেটা আমলে-আগ্রহী মুমিন বান্দার জন্য যারপরনাই আনন্দের। কিছুদিন আগে এ বিষয়ে মদিনার

বিশিষ্ট পরহেজগার আলিম শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আল-বদর হাফিজাহুল্লাহর বই দেখে আমি খুবই আনন্দিত হই, সত্বর অনুবাদের সিদ্ধান্ত নিই এবং আল্লাহর তৌফিকে বরকতময় রমজান মাসে অনুবাদ করে ফেলি।

অনুবাদকের তরফ থেকে বইতে খুবই কম টীকা দিয়েছি, ভাষান্তরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় ভাবানুবাদের আশ্রয় নিয়েছি, আয়াত ও হাদিসের আরবি টেক্সট হরকত-সহ উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি এবং লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখে বইয়ের শুরুতে যুক্ত করে দিয়েছি। আমি দোয়া করি, আল্লাহ যেন অধম গুনাহগারের এই কমজোর অনুবাদকর্মকে একমাত্র তাঁর জন্যই

একনিষ্ঠ করেন এবং অনুবাদকর্মটিকে অধমের সেসব আমলের অন্তর্ভুক্ত করেন, যেগুলোর সওয়াব তার জন্য মৃত্যুর পরেও কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। পাশাপাশি মহান আল্লাহ এই পুস্তিকার লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, প্রচারক, পাঠক ও তাঁদের মুসলিম পিতামাতাকে উত্তম পারিতোষিক দিন এবং তাদের প্রতি রহম করুন। আমিন।

গফুরুর রহিমের ক্ষমাভিখারী বান্দা—
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা

«رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ»

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর হাফিজাহুল্লাহ ২২শে জিলকদ ১৩৮২ হিজরি সালে সৌদি আরবের জুলফি নগরীতে অত্যন্ত ইবাদতগুজার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[1] তাঁর পিতা ইমাম আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ আল-বদর হাফিজাহুল্লাহ বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের একজন, যিনি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আল-বদর হাফিজাহুল্লাহ অসংখ্য কিবার উলামার

---

[1] দ্রষ্টব্য : আজুর্রি (ajurry) ডট কমে প্রকাশিত ***"তারজামাতুশ শাইখিদ দুক্তুর আব্দির রাজ্জাক বিন আব্দিল মুহসিন আল-আব্বাদ আল-বদর"*** শীর্ষক আর্টিকেল।

কাছ থেকে সরাসরি শরয়ি ইলম শেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তাঁর কতিপয় উল্লেখযোগ্য শাইখ হলেন— ইমাম ইবনু বাজ, ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ইমাম ইবনু উসাইমিন, ইমাম আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, ইমাম রাবি আল-মাদখালি, আল্লামা আলি বিন নাসির আল-ফাকিহি, আল্লামা সালিহ আস-সুহাইমি প্রমুখ।[2]

তিনি কর্মজীবনে মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের *‘কুল্লিয়াতুদ দাওয়াহ ওয়া উসুলুদ্দিন’* তথা *‘আকিদা ও দাওয়াহ অনুষদের’*

---

[2] দ্রষ্টব্য : আজুর্রি (ajurry) ডট কমে প্রকাশিত ***“তারজামাতুশ শাইখিদ দুক্তুর আব্দির রাজ্জাক বিন আব্দিল মুহসিন আল-আব্বাদ আল-বদর”*** শীর্ষক আর্টিকেল।

অধ্যাপক। পরবর্তীতে তিনি মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি মেম্বারও হয়েছেন। এছাড়াও তিনি মসজিদে নববির একজন নিয়মিত মুদার্রিস।

সৌদি আরবের কিবার উলামাগণের কাছে শাইখের খুবই উচ্চ স্ট্যাটাস রয়েছে। সৌদি আরবের সাবেক **গ্র্যান্ড মুফতি ইমাম ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহ** তাঁকে সম্মানের সাথে *‘হাদরাতুল ইবন (সম্মাননীয় পুত্র)’* ও *‘ফাদিলাতুশ শাইখ (সম্মাননীয় শাইখ)’* ডেকে তাঁর বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।[3] **সৌদি আরবের সাবেক চিফ**

---

[3] আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর, ***ফিকহুল আদইয়াতি ওয়াল আজকার*** (মদিনা : দারুল ইমাম মুসলিম, ১ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি.), পৃ. ৫।

জাস্টিস *‘শাইখুল হানাবিলা’* খ্যাত ইমাম আব্দুল্লাহ আল-আকিল রাহিমাহুল্লাহ শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আল-বদরের লেখা *‘আল-আসমাউল হুসনা’* বিষয়ক কিতাবের ভূমিকায় শাইখের প্রশংসা করেছেন এবং অকপটে জানিয়েছেন, তিনি শাইখ আব্দুর রাজ্জাকের রেডিয়ো প্রোগ্রাম শুনেছেন এবং তা থেকে উপকৃত হয়েছেন।[4] সালাফিয়াতের ইমাম শাইখ উবাইদ আল-জাবিরি রাহিমাহুল্লাহকে বর্তমান যুগের কিবার (বড়ো) উলামা কারা, জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি মদিনার উল্লেখযোগ্য চারজন আলিমের নাম বলেন। তাঁরা হলেন—

---

[4] আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর, ***ফিকহুল আসমায়িল হুসনা*** (রিয়াদ : দারুত তাওহিদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৩।

শাইখ রাবি আল-মাদখালি, শাইখ সালিহ আস-সুহাইমি, **শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আল-বদর** এবং তাঁর পিতা শাইখ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ হাফিজাহুমুল্লাহ।[5]

মদিনার মুফতি আল্লামা সালিহ বিন সাদ আস-সুহাইমি হাফিজাহুল্লাহ তাঁর এক বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, তিনি ভার্সিটির একটি থিসিসের সুপারভাইজার ছিলেন, আর থিসিসের পর্যালোচক হিসেবে ছিলেন ইমাম আব্দুল্লাহ আল-গুদাইয়্যান রাহিমাহুল্লাহ ও শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আল-বদর। থিসিস পর্যালোচনার এক বৈঠকে ইমাম গুদাইয়্যানের সামনে শাইখ সুহাইমি বলেন,

---

5 দ্রষ্টব্য : https://youtu.be/xri0wR8ttN4?si=bIu7lk3jbMlu1KGJ।

“একজন তালিবুল ইলমের জন্য এটা কতই না সৌভাগ্যের যে, তার ছাত্র তারচেয়েও উত্তম হিসেবে বিবেচিত হবে! শাইখ আব্দুল মুহসিন আমার শাইখ, আমার শিক্ষক; আর ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক আমার ছাত্র। আমি এই ভেবে গর্ব করি এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে, ইলম, কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ও পরহেজগারির দিক থেকে আমার ছাত্র আমার চেয়েও উত্তম। আমরা তাঁকে এমনটিই মনে করি; আর আল্লাহর ওপরে আমরা কাউকেই উত্তমতার প্রত্যয়ন দিই না।”[6]

---

6 দ্রষ্টব্য : https://youtu.be/763dAyv4RR4?si=Kr1Y0D8k1-SpRzHy।

মক্কার মুফতি আল্লামা মুহাম্মাদ বিন উমার সালিম বাজমুল হাফিজাহুল্লাহ শাইখের ব্যাপারে বলেছেন, “শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বিন বাদর সম্মাননীয় উলামাগণের অন্তর্গত। তিনি শাইখ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদের ছেলে। সালাফি মানহাজ ও সালাফদের আকিদার খেদমতে যেসব সম্মাননীয় উলামার উল্লেখযোগ্য খেদমত ও মর্যাদা রয়েছে, তিনি তাঁদের অন্যতম।”[7]

মদিনার ফাকিহ আল্লামা সুলাইমান আর-রুহাইলি হাফিজাহুল্লাহ শাইখের দারসকে এমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন যে, তিনি মসজিদে নববিতে শাইখ আব্দুর রাজ্জাকের দারসের সময়

[7] দ্রষ্টব্য : https://youtu.be/LnF4Lo_JTHc?si=icYRSW1PmJfGzcnJ।

নিজের দারস রাখেন না। আমি শাইখ রুহাইলিকে একাধিক দারসে বলতে শুনেছি, তিনি ইমাম আব্দুল মুহসিন আব্বাদের দারসের সময় নিজের দারস রাখেন না। ঠিক একই কাজ তিনি তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আল-বদরের ক্ষেত্রেও করেন। এমনকি তিনি শাইখের ব্যাপারে বলেছেন, “শাইখ আব্দুর রাজ্জাক সবচেয়ে কোমল মানুষদের একজন। যে ব্যক্তিই তাঁকে চিনবে, সে-ই তাঁকে ভালোবাসবে। তাঁর প্রতি (আমার) ভালোবাসার ব্যাপারে আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি। আর আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনি আমার চেয়েও উত্তম।”[৪]

---

৪ দ্রষ্টব্য : https://youtu.be/TZF1sBzipUI?si=eoPzvk-7ZwApb-Bp।

কোনো এক মজলিসে আমার মুর্শিদ **সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সাবেক সদস্য আল্লামা সালিহ আল-উসাইমি হাফিজাহুল্লাহকে** শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আল-বদর ও শাইখ সুলাইমান আর-রুহাইলি হাফিজাহুমাল্লাহর সামনে কথা বলতে দেওয়া হলে তিনি বলেন, “শাইখদ্বয়ের সামনে আমার আলোচনা কেবল ওই মেহমানের মতো, যাকে তার মেজবান কথা বলার নির্দেশনা দেয়। অন্যথায় আলোচনা করার ব্যাপারে তাঁরা দুজনই আমার চেয়ে অধিক হকদার। আমি যে তাঁদের সামনে কথা বলে ফেলেছি, সেজন্য আমি তাঁদের কাছে মার্জনা

চাইছি (তাঁরা যেন আমার এই ত্রুটি মাফ করে দেন)।”[9]

শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আল-বদরের ব্যাপারে একটি মজার তথ্য হলো— তিনি ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে শাইখ রাবি আল-মাদখালি হাফিজাহুল্লাহর সফরসঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং ঢাকায় অবস্থিত ‘*মাদরাসাতুল হাদীসে (নাজিরবাজার)*’ দুই মাস ছিলেন।[10]

বিভিন্ন বিষয়ে শাইখের রচিত কিতাবের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো— জিয়াদাতুল ইমানি ওয়া

---

9 দ্রষ্টব্য : https://youtu.be/9qTXKt63t-A?si=pBNRTvoq90It2PtN (৮:৫০ মিনিট থেকে)।

10 দ্রষ্টব্য : https://tinyurl.com/ys6epwvz।

নুকসানুহু ওয়া হুকমুল ইস্তিসানায়ি ফিহি, আশ-শাইখ আব্দুর রহমান বিন সিদি ওয়া জুহুদুহু ফি তাওদিহিল আকিদা, ফিকহুল আদইয়াতি ওয়াল আজকার, ফিকহুল আসমায়িল হুসনা, আত-তুহফাতুস সানিয়্যা শারহু মানজুমাতি ইবনি আবি দাউদ আল-হায়িয়্যা, আল-কওলুস সাদিদ ফির রদ্দি আলা মান আনকারা তাকসিমাত তাওহিদ, তাজকিরাতুল মুতাসি শারহু আকিদাতিল হাফিজ আব্দিল গনি আল-মাকদিসি, আহাদিসুল আখলাক, আহাদিসু ইসলাহিল কুলুব প্রভৃতি।

আমরা শাইখের জন্য দোয়া করি, আল্লাহ তাঁর ইলম, আমল, হায়াত, পরিবার ও দাওয়াতে

বরকত দিন এবং তাঁর মাধ্যমে আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দিন। আমিন।

লেখকের ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য নিবেদিত। মহান আল্লাহ সালাত ও সালাম ধার্য করুন সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল আমাদের নবি মুহাম্মাদের প্রতি এবং তাঁর অনুসারীবর্গ ও সকল সাহাবির প্রতি।

অনন্তর মহান আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন, সেসবের অন্যতম হলো— তিনি তাদের জন্য কল্যাণকর বিষয় ও উত্তম আমলের দুয়ার খুলে দিয়েছেন; যেসকল *'কল্যাণকর বিষয় ও উত্তম আমল'* তৌফিকপ্রাপ্ত বান্দা এই পার্থিব জীবনে বাস্তবায়ন করে থাকে,

কিন্তু সেসবের সওয়াব জারি থাকে মৃত্যুর পরেও। কেননা সকল কবরবাসী নিজ কবরে থাকে স্বীয় কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ এবং সৎকর্ম থেকে রয়ে যায় বিচ্ছিন্ন। আর নিজেদের পার্থিব জীবনে যেই আমলগুলো তারা অগ্রে প্রেরণ করেছিল, সেসবের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয় তাদের হিসাব এবং দেওয়া হয় যথোচিত প্রতিদান।

কিন্তু তৌফিকপ্রাপ্ত বান্দার কবরে তার কৃত সৎকর্মের ধারা অব্যাহত থাকে, ভালো আমলের প্রতিদান ও মর্যাদা একের পর এক আসতে থাকে। আমলের জগৎ থেকে তার প্রস্থান হলেও সওয়াবপ্রাপ্তি থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয় না। ফলে তার মর্যাদা বাড়তে থাকে, তার সৎকর্মের প্রবৃদ্ধি ঘটতে

থাকে এবং তার উত্তম প্রতিফলও বেড়ে চলে বহুগুণ; অথচ সে রয়েছে নিজের কবরে। তার এই অবস্থা কতই না সম্মানের! তার এই পরিণতি কতই না মনোরম ও উত্তমতর!

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ভালো আমলসমগ্রের মাঝে এমন কিছু আমলও আছে, যেসবের প্রতিদান বান্দা মৃত্যুর পরেও নিজ কবরে পেতে থাকে। বর্ণিত হয়েছে,

عَن أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللّٰهِ ﷺ: «سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وهُو فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهْرًا، أَوْ حفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلا، أَوْ

بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ».

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সাতটি আমলের প্রতিদান বান্দার মৃত্যুর পরেও জারি থাকে, যা সে নিজ কবরে থেকেও পেয়ে যায় : (১) এমন ব্যক্তি, যে (শরয়ি) ইলম শিক্ষা দেয়, (২) অথবা কোনো পানির নালা খনন করে, (৩) কিংবা কোনো কূপ খনন করে, (৪) অথবা খেজুর গাছ রোপণ করে, (৫) কিংবা মসজিদ নির্মাণ করে, (৬) অথবা কুরআনের মুসহাফের (মুদ্রিত কপি) ওয়ারিশ বানায়, (৭) কিংবা দুনিয়ায় কোনো সন্তান রেখে যায়, যে তার

মৃত্যুর পরেও তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে।”[11]

আরও বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَرْبَعٌ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أُجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ: رَجُلٌ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَرَجُلٌ عَلَّمَ عِلْمًا فَأَجْرُهُ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا عُمِلَ بِهِ، وَرَجُلٌ أَجْرَى صَدَقَةً فَأَجْرُهَا يَجْرِي عَلَيْهِ مَا جَرَتْ عَلَيْهِمْ، وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا يَدْعُو لَهُ».

আবু উমামা আল-বাহিলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

---

[11] মুসনাদুল বাজ্জার, হা. ৭২৮৯; আল-আলবানি তাঁর *‘সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব’* গ্রন্থে (হা. ৭৩) হাদিসটিকে *হাসান* বলেছেন।

“চারটি আমলের প্রতিদান বান্দার মৃত্যুর পরেও জারি থাকে : (১) যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে পাহারারত অবস্থায় মারা যায়, (২) যে ব্যক্তি (শরয়ি) ইলম শিক্ষা দেয়, সেই শরয়ি ইলম অনুযায়ী যতদিন আমল করা হয় ততদিন পর্যন্ত সেটার প্রতিদান তার জন্য অব্যাহত থাকে, (৩) যে ব্যক্তি কোনো দানকে অব্যাহত রেখে যায়, সেই দান যতদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, সেটার সওয়াবও তার জন্য ততদিন পর্যন্ত জারি থাকে, (৪) যে ব্যক্তি এমন সৎ সন্তান রেখে যায়, যে তার জন্য দোয়া করে।”[12]

---

[12] মুসনাদু আহমাদ, হা. ২২৩১৮; আল-আলবানি তাঁর *‘সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব’* গ্রন্থে (হা. ১১৪) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন; অনুরূপ হাদিস সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে আত-তাবারানি তাঁর *‘আল-মুজামুল কাবির’* গ্রন্থে (হা. ৬১৮১) বর্ণনা করেছেন এবং

আরও বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ : «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ».

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহের মধ্য থেকে নিশ্চিতভাবে যা তার সাথে মিলিত হয়, তা হলো— সেই ইলম,

---

আল-আলবানি তাঁর *'সহিহুল জামি'* গ্রন্থে (হা. ৮৮৮) হাদিসটিকে *হাসান* বলেছেন।

যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে; অথবা নেক সন্তান যাকে রেখে সে মারা গেছে; কিংবা কুরআনের মুসহাফ, যার ওয়ারিশ রেখে গেছে; অথবা মসজিদ, যা সে নির্মাণ করেছে; কিংবা পান্থশালা (Caravansary), যা সে পথিকদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে; অথবা পানির নালা, যা সে প্রবাহিত করে গেছে; কিংবা এমন সদকা, যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিত থাকা অবস্থায় দান করেছে; এসব আমলের সওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে মিলিত হবে।”[13]

[13] ইবনু মাজাহ, হা. ২৪২; আল-আলবানি তাঁর *‘সহিহুল জামি’* গ্রন্থে (হা. ২২৩১) হাদিসটিকে *হাসান* বলেছেন।

আরও বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আদম সন্তান মারা গেলে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কেবল তিনটি আমল ছাড়া : (১) সদকায়ে জারিয়া তথা ইষ্টাপূর্ত কর্ম; (২) এমন ইলম, যা থেকে উপকৃত হওয়া যায়; (৩) নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।”[14]

---

[14] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ওয়াসিয়্যাত, অধ্যায় নং : ২৬, পরিচ্ছেদ নং : ৩, হা. ১৬৩১।

এ জাতীয় আমলের বিবরণ ও সংখ্যানের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত হাদিসগুলোর মাঝে যেই বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তা থেকে বোঝা যায়, এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যা ধর্তব্য বিষয় নয় এবং এ জাতীয় আমল কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধও নয়। বরং ইলমের হেফাজত ও সংরক্ষণের স্বার্থেই এসব সংখ্যা বলা হয়েছে মাত্র। অধিকন্তু শরিয়তের দলিলসমগ্রে বর্ণিত আমলগুলোর মাঝে এমন আমলও রয়েছে, যা ব্যাপকার্থবোধক; অন্য হাদিসের একাধিক আমল সেই ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তবে উল্লিখিত হাদিসগুলোর মাঝে কমন বা নিত্য-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একটি মাহাত্ম্যের ক্ষেত্রে হাদিসে উল্লিখিত সমস্ত আমলই

সমান; আর সেটা হলো— ব্যক্তির জীবদ্দশায় ও তার মৃত্যুর পরেও আমলগুলোর সওয়াব অব্যাহত রয়ে যাবে।

অতএব নিজের প্রতি কল্যাণকামী মুসলিম যদি একটু সময় নিয়ে এই আমলগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবে এবং বিশ্বাস করে নেয় যে, এসবের অঢেল প্রতিদান ও বিরাট সওয়াব তার জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরেও তার কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে; তাহলে সে আগ্রাহান্বিত হবে, যেন এসব আমলের একটা অংশ তার জন্যও ধার্য হয়। সাময়িক অবকাশের এই দুনিয়াবি জীবনে সে যতদিন আছে, ততদিনের সীমানা পর্যন্ত না যেয়ে,

জীবনের সমাপ্তি ঘটার আগেই উক্ত আমলগুলোর উদ্দেশে দ্রুত ধাবিত হবে।

বর্ণিত হয়েছে,

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ».

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে বলেন, “পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটির পূর্বে গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) জেনে মূল্যায়ন করো— (১)

বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, (২) অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, (৩) দরিদ্রতার পূর্বে তোমার স্বচ্ছলতাকে, (৪) ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে, (৫) মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে।"[15]

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় আমি দশটি আমল জমা করেছি, যেসব আমলের ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রতিদান সাব্যস্ত হয়েছে। তার মধ্যে সাতটি আমল আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে, আর তিনটি আমলের কথা পরবর্তী হাদিসগুলোতে এসেছে। পাশাপাশি

---

[15] মুস্তাদরাকুল হাকিম, হা. ৭৮৪৬; হাকিম হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন এবং জাহাবি তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন; আল-আলবানি তাঁর *'সহিহুল জামি'* গ্রন্থে (হা. ১০৭৭) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন।

এসব আমলের অন্তর্ভুক্ত কল্যাণের বিভিন্ন পথের বিবরণ দিতেও আমি সচেষ্ট হয়েছি। যাতে করে মুমিনগণ সেসব বিষয়ের প্রতি দ্রুত ধাবমান হতে পারেন এবং ইবাদতে-পরিশ্রমী বান্দাগণ সেসব আমল বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে পারেন; যেসবের দরুন তাঁদের সওয়াবরাশি বিশালাকার ধারণ করবে এবং তাঁদের সৎকর্মের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে এমন দিনে—যেদিন কোনো ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কারও উপকারে আসবে না, কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া, যে আল্লাহর কাছে আসবে (শির্ক-ও-মুনাফেকিমুক্ত) নিষ্কলুষ অন্তর নিয়ে।[16]

---

[16] মূলত এই পুস্তিকা জুমার খুতবা ছিল। খুতবাটি দেওয়া হয়েছিল ১/১১/১৪২১ হি. তারিখে মদিনা নাবাবিয়্যায়। কতিপয় সম্মাননীয় ভাই খুতবাটি ট্রান্সক্রাইব করে সুবিন্যস্ত করেছেন, আর আমি তা পরিমার্জন করে তাতে কিছু ইলমি অবগতি যুক্ত করে দিয়েছি। আল্লাহর কাছে

চাইছি, এই কন্টেন্ট বের করা থেকে নিয়ে মুসলিমদের মাঝে তা প্রচার করার মতো কাজে যারা পরিশ্রম করেছেন, তিনি যেন তাদেরকে সর্বোত্তম পারিতোষিক দেন। বিশেষ করে কুয়েতের *'মাকতাবু ইতকান'* প্রকাশনীর ভাইদের কথা উল্লেখ করছি (তাঁদেরকেও আল্লাহ উত্তম পারিতোষিক দিন), যেহেতু তাঁরা পুস্তিকাটি প্রকাশ করতে অনেক পরিচর্যা ও প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। – ***লেখক।***

প্রথম আমল : শরিয়তের ইলম[17] শিক্ষা দেওয়া

[17] **অনুবাদকের টীকা :** অনির্দিষ্টভাবে বা সাধারণভাবে যখন শরিয়তের দলিলসমগ্রে কিংবা উলামাদের বক্তব্যে *ইলমের* প্রশংসা করা হবে, তখন উক্ত ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হবে শরিয়তের ইলম। এই গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন আল্লামা শাতিবি রাহিমাহুল্লাহ, শাইখ ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহ-সহ আরও অনেকে। **দ্রষ্টব্য :** আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন মুসা আশ-শাতিবি, ***আল-মুওয়াফাকাত,*** তাহকিক : মাশহুর হাসান আলু সালমান (কায়রো : দারু ইবনি আফফান, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৮৯; আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ, ***ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দার্ব,*** শাইখের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ফতোয়ার শিরোনাম : *“মাল ইলম আল্লাজি ওয়ারাদাত ফিহিল ফাদায়িল?”।*

তাই মর্যাদা ও মাহাত্ম্যে কোনো জ্ঞানই শরিয়তের ইলমের পর্যায়ে যেতে পারবে না এবং ইলমের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণিত শরয়ি দলিলগুলোরও অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। তবে শরিয়তের ইলম নয় কিন্তু জনহিতকর—এমন জ্ঞান মুসলিমদের কল্যাণার্থে সওয়াবের উদ্দেশ্যে শেখানো হলে, সেটার সওয়াবও মৃত্যুর পরে জারি থাকবে; যেমনটি হাদিস থেকে বোঝা যায়। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। **টীকা সমাপ্ত।**

ইতঃপূর্বে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وهُو فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا...».

“সাতটি আমলের প্রতিদান বান্দার মৃত্যুর পরেও জারি থাকে, যা সে নিজ কবরে থেকেও পেয়ে যায় : (১) যে ব্যক্তি (শরয়ি) ইলম শিক্ষা দেয়।...”[18]

[18] মুসনাদুল বাজ্জার, হা. ৭২৮৯; আল-আলবানি হাদিসটিকে তাঁর *‘সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব’* গ্রন্থে (হা. ৭৩) *হাসান* বলেছেন।

এই আমলটির কথা আবু উমামা আল-বাহিলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসেও উল্লিখিত হয়েছে।[19]

কেননা ফলপ্রসূ ইলম শিক্ষা দেওয়া সবচেয়ে মহান সৎকর্মাবলি এবং *'আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের উপযোগী'* সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদতগুলোর অন্তর্ভুক্ত। সকল নবির দায়িত্বও ছিল এটা। এটাই মানুষদেরকে তাদের দিন-ধর্ম সম্পর্কে জাগ্রতজ্ঞান দান করে, তাদের রব ও মাবুদ সম্পর্কে জানিয়ে দেয় এবং তাঁরই সরল পথের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করে। এর মাধ্যমেই বাতিল থেকে হক,

---

[19] বক্ষ্যমাণ পুস্তিকার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

পথভ্রষ্টতা থেকে হেদায়েত এবং হারাম থেকে হালাল আলাদা হয়ে যায়।

এখানে এসেই কল্যাণকামী উলামা ও ঐকান্তিক দায়িবর্গের মর্যাদার বিশালতা পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে; যাঁরা হলেন ইবাদতগুজার বান্দাদের আলোকবর্তিতা, নগর ও দেশের আলোকস্তম্ভ, উম্মতের প্রধান ভিত্তি ও প্রজ্ঞার ঝরনাধারা। উম্মতের জন্য তাঁদের জীবন হলো গনিমত, আর তাঁদের মৃত্যু হলো মুসিবত। তাঁরা অজ্ঞকে শিক্ষা দেন, গাফেলকে সতর্ক করেন, আর পথহারাকে দেন সঠিক পথের দিশা। তাঁদেরকে নিয়ে কখনোই এমন আশঙ্কা হয় না যে, তাঁদের দ্বারা অকল্যাণ ও বিপর্যয় ঘটবে!

যখন কোনো আলিম মারা যান, তখন মানুষদের মাঝে তাঁর ইলমসমগ্র *উত্তরাধিকার সম্পত্তি* হিসেবে রয়ে যায়, তাঁর কথামালা ও কিতাবপত্র মানুষদের মাঝে প্রচলিত থেকে যায়। সেসব থেকে মানুষজন অন্যের উপকার করে এবং জ্ঞান আহরণ করে নিজেরাও। আর তিনি কবরে শায়িত থেকেও পেতে থাকেন পারিতোষিক ও সওয়াব। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ عَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ كَانَ لَهُ ثَوَابُهَا مَا تُلِيَتْ».

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি আয়াত শিক্ষা দেয়, সেই আয়াতটি যতদিন

তেলাওয়াত করা হয়, ততদিন পর্যন্ত সে তার সওয়াব পেতে থাকে।”[20]

সুতরাং আলিম মারা গেলেও তাঁর গ্রন্থরাজি, রেকর্ডেড দারস, লেকচার এবং ফলপ্রসূ খুতবাগুলো রয়ে যায়, যেসব থেকে এমন-এমন প্রজন্মও উপকৃত হয়— যারা না তাঁর সমকালীন জনসাধারণ, আর না তাদের ভাগ্যে জুটেছিল তাঁর সাক্ষাৎ।

তাই বলা হয়, “ইসলামের ইমামগণের—যেমন হাদিস ও ফিকহের ইমামগণ—পরিস্থিতি সম্পর্কে যে ব্যক্তি চিন্তাভাবনা করে, *কীভাবে তাঁরা মাটির*

---

[20] হাদিসটি আবু সাহল আল-কাত্তান তাঁর *‘হাদিস’* গ্রন্থে (খ. ৪, পৃ. ২৪৩) বর্ণনা করেছেন এবং আল-আলবানি তাঁর *‘আস-সিলসিলাতুস সহিহা’* গ্রন্থে (হা. ১৩৩৫ হি.) বর্ণনাটির সনদকে *‘জাইয়্যিদ (উত্তম বা ভালো)’* বলেছেন।

গর্ভে থাকার পরেও জগৎসমূহের মাঝে জীবন্ত রয়ে গেছেন, তাহলে সে দেখতে পাবে, তাঁরা নিজেদের দেহাবয়বই হারিয়েছেন মাত্র, অন্যথায় তাঁদের আলোচনা, কথামালা এবং তাঁদের প্রতি মানুষের প্রশংসা নিরবচ্ছিন্ন রয়ে গেছে! এটাই সত্যিকারের জীবন। এমনকি এটা দ্বিতীয় জীবন হিসেবেও পরিগণিত হয়। যেমন মুতানাব্বি বলেছেন,

ذِكْرُ الفتى عُمْرُه الثاني، وحاجتُه ~ ما قاتَهُ، وفُضُول العيش أَشْغالُ.

‘নওজোয়ানের ব্যাপারে কৃত আলোচনা যেন তার দ্বিতীয় জীবন! দুনিয়ায় সে যতটুকু আহার্য গ্রহণ করেছে, সেটাই ছিল তার মৌলিক

প্রয়োজন। এর বাইরে জীবনের বাকি সামগ্রীগুলো *কর্মব্যস্ততা আনয়নকারী* বিষয় হিসেবেই বিবেচ্য।’”[21]

ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “যখন মানুষ উপলব্ধি করে, মৃত্যু তাকে আমল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, তখন সে নিজের জীবদ্দশায় এমন আমল করবে, যার প্রতিফল মৃত্যুর পরেও স্থায়ী থাকবে। যেমন (শরয়ি) ইলম সম্পর্কে কিতাব রচনা করা; কেননা আলিমের রচিত কিতাব যেন তাঁর চিরস্থায়ী সন্তান!”[22]

---

[21] ইবনুল কাইয়্যিম, ***মিফতাহু দারিস সাআদাহ,*** খ. ১, পৃ. ৩৮৭।

[22] ইবনুল জাওজি, ***সাইদুল খাতির,*** পৃ. ৩৪; ঈষৎ পরিমার্জনা-সহ।

তাই যে ব্যক্তিই ফলপ্রসূ কিতাবসমগ্র মুদ্রণ করতে এবং উপকারী পুস্তিকা ও লেখালেখি প্রকাশ করতে সহয়তা করে, সে ব্যক্তিই নিজের জীবদ্দশায় ও মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে বান্দার জন্য ধার্যকৃত *‘সুবিশাল প্রবাহমান প্রতিদান’* থেকে পরিপূর্ণ অংশ পেয়ে যাবে।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا».

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কাউকে হেদায়েতের দিকে

আহ্বান করবে, সে উক্ত হেদায়েতের অনুসারীবর্গের সমান সওয়াব পাবে; যদিও তা তাদের সওয়াবরাশি থেকে কিছুই কম করবে না।”[23]

যেই ফলপ্রসূ ইলমের সওয়াব বান্দার জন্য মৃত্যুর পরেও জারি থাকে, সেই ইলমেরই অন্তর্ভুক্ত হলো— উপকারী ফলপ্রসূ কিতাবপত্র কিনে তা ওয়াক্‌ফ[24] করে দেওয়া, কিংবা যারা সেসব

---

[23] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইলম, অধ্যায় নং : ৪৮, পরিচ্ছেদ নং : ৬, হা. ২৬৭৪।

[24] **অনুবাদকের টীকা :** কোনো সামগ্রীর মূলকে পরিবর্তন না করার শর্তে সেটার ফায়দা বা উপকারিতা দান করাকে ওয়াক্‌ফ বলে। যেমন কোনো বাগান ওয়াক্‌ফ করা হলে ইসলামি আইন অনুযায়ী সেই বাগান কখনোই পরিবর্তন করা যাবে না, বরং সেটা বাগান হিসেবেই বহাল থাকবে, আর বাগানের ফল-ফসল যাদের উদ্দেশে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তারা পাবে। **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***আশ-শারহুল মুমতি আলা জাদিল মুস্তাকনি*** (সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./১৪২৮ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ৫।

কিতাবের মাধ্যমে উপকৃত হয়, তাদেরকে দিয়ে দেওয়া; যেমন তালিবুল ইলম, গবেষক ও পাঠকগণকে দেওয়া। যতদিন পর্যন্ত এসব কিতাব বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এটা সদকায়ে জারিয়া তথা প্রবাহমান দান হিসেবেই বিবেচিত হবে, যার সওয়াব কিতাবের লেখক ও ওয়াক্‌ফকারী একের পর এক পেতেই থাকবেন।

তদ্রূপ এর অন্তর্ভুক্ত হবে— ইলেক্ট্রনিক বইপুস্তক তৈরি করা এবং *‘পড়া ও সার্চ করার ফাংশনবিশিষ্ট’* সফটওয়্যারে সেসব বই পাবলিশ করা। কেননা উপকৃত হওয়া এবং ইলমের

ওয়াক্‌ফ করার বিধিবিধান সম্পর্কে যারা সম্যক জ্ঞান রাখেন না, তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানবান উলামা ও দায়িবর্গের পরামর্শ নিয়ে ওয়াক্‌ফ করবেন। তাহলে ভুলভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ। **টীকা সমাপ্ত।**

প্রচারপ্রসারের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক কিতাব ও ইলেক্ট্রনিক প্রোগ্রামগুলো বইপুস্তকের হার্ডকপির মতোই; যদি না সেই হার্ডকপিগুলো স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক প্রচারিত ও ফলপ্রসূ না হয়ে থাকে (তাহলে বইপুস্তকের সফটকপি থেকেও ব্যাপক ফায়দা লাভ করা যায় – ***অনুবাদক***)।

দ্বিতীয় আমল : পানির নালা প্রবাহিত করা

ইতঃপূর্বে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ : «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ :–وَقَالَ فِيْهِ:– أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ».

"মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহের মধ্য থেকে নিশ্চিতভাবে তার সাথে যা মিলিত হয়, তা হলো (সেগুলোর

অন্যতম)— অথবা পানির নালা, যা সে প্রবাহিত করে গেছে।...”[25]

আর আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَوْ كَرَى نَهْرًا».

“(সাতটি আমলের প্রতিদান বান্দার মৃত্যুর পরেও জারি থাকে, যা সে নিজ কবরে থেকেও পেয়ে যায়; তার মধ্যে একটি হলো :) অথবা যে ব্যক্তি কোনো পানির নালা খনন করে।”[26]

---

[25] ইবনু মাজাহ, হা. ২৪২; আল-আলবানি তাঁর *‘সহিহুল জামি’* গ্রন্থে (হা. ২২৩১) হাদিসটিকে *হাসান* বলেছেন।

[26] মুসনাদুল বাজ্জার, হা. ৭২৮৯; আল-আলবানি হাদিসটিকে তাঁর *‘সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব’* গ্রন্থে (হা. ৭৩) *হাসান* বলেছেন।

‘পানির নহর’ খনন করার দ্বারা উদ্দেশ্য— পানির বিভিন্ন নালা খনন করে দেওয়া, যেমন ঝরনা, নদী প্রভৃতি; যাতে করে পানি পৌঁছে যায় মানুষদের আবাসস্থল ও কৃষিক্ষেতে। ফলে মানুষরাও তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে, ক্ষেতে সেচ দেওয়াও সম্ভব হয়, আবার গবাদিপশুও সেই পানি পান করতে পারে।

এ ধরনের মহৎ কাজে জনমানুষের প্রতি কত অনুগ্রহই না করা হয়! তাদের জন্য পানির ব্যবহারকে সহজ করে কত কষ্টই না দূর করা হয়! যেই পানি দিয়েই তাদেরকে জীবন রক্ষা করতে

হয়। বরং জীবনকে টিকিয়ে রাখার প্রধান উপকরণই তো পানি।

এ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে— পাইপ বা টিউবের সাহায্যে মানুষদের নিবাসে ও তাদের প্রয়োজন-স্থলে পানি পৌঁছে দেওয়া।

এ আমলেরই অন্তর্ভুক্ত হবে— মানুষদের নিবাসে ও তাদের প্রয়োজন-স্থলে রেফ্রিজারেটরের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

«وَ إِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ».

“তোমার বালতি থেকে তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেওয়াও তোমার জন্য সদকাস্বরূপ।”[27]

এমনকি বর্ণিত হয়েছে,

عَن سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أفضل؟ قَالَ: «سقِي المَاء».

সাদ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, “হে আল্লাহর রসুল, কোন দানটি সবচেয়ে উত্তম?” তিনি উত্তরে বললেন, “পানি পান করানো।”[28]

---

[27] তিরমিজি, হা. ১৯৫৬; আল-আলবানি তাঁর *‘আস-সিলসিলাতুস সহিহা’* গ্রন্থে (হা. ৫৭২) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন।

[28] নাসায়ি, হা. ৩৬৬৪; আল-আলবানি তাঁর *‘সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব’* গ্রন্থে (হা. ৭৩) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন।

তৃতীয় আমল : কূপ খনন করা

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَوْ حَفَرَ بِئْرًا».

"(সাতটি আমলের প্রতিদান বান্দার মৃত্যুর পরেও জারি থাকে, যা সে নিজ কবরে থেকেও পেয়ে যায়; তার মধ্যে একটি হলো :) কিংবা যে ব্যক্তি কোনো কূপ খনন করে।"[29]

---

[29] মুসনাদুল বাজ্জার, হা. ৭২৮৯; আল-আলবানি হাদিসটিকে তাঁর *'সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব'* গ্রন্থে (হা. ৭৩) *হাসান* বলেছেন।

এই আমল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং ব্যাপক ফলপ্রসূ। পানির নালা খনন করা এবং পানি পান করানোর ব্যাপারে বর্ণিত পূর্বোদ্ধৃত ফজিলত এই আমলকেও শামিল করে। কেননা এটা পূর্বোক্ত আমলেরই একটি প্রকার। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কূপ বহুদিন পর্যন্ত ব্যবহার-উপযোগী থাকে; ফলে (দীর্ঘকাল ধরে) মানুষ ও জীবজন্তু তা থেকে উপকৃত হতে পারে।

বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي

فَمَلأَخُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “একদা এক ব্যক্তি পথ চলছিল। তার খুব পিপাসা পেল। এরপর সে একটি কূপও পেয়ে গেল। সে তাতে নেমে পানি পান করল। এরপর বের হয়ে দেখল, সেখানেই একটি কুকুর পিপাসায় জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে ও কাদা চাঁটছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, পিপাসার তাড়নায় আমি যে পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম, কুকুরটিও সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে।

তাই সে কূপে নামল, তারপর তার চামড়ার মোজায় পানি ভর্তি করল। এরপর সে তা মুখে ধরে ওপরে উঠে আসল এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তাআলা তার এই আমলের প্রতিদান দিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন।” সাহাবিগণ বললেন, “হে আল্লাহর রসুল, চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি দয়া দেখালেও কি আমাদের সওয়াব হবে?” তিনি বললেন, “যেকোনো সজীব প্রাণবিশিষ্ট প্রাণীর প্রতি দয়া দেখালে তাতে সওয়াব রয়েছে।”[30]

যদি মহান আল্লাহ এই ব্যক্তির গুনাহরাশি মাফ করে দেন, স্রেফ একটি কুকুরকে একবার পানি

---

[30] সহিহুল বুখারি, হা. ২৩৬৩; সহিহ মুসলিম, হা. ২২৪৪।

পান করানোর জন্য, তাহলে তার ব্যাপারে আপনার কী ধারণা—যিনি কিনা কূপ খনন করেছেন এবং খননকৃত কূপের মাধ্যম হয়েছেন; ফলে সেই কূপ থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করেছে অসংখ্য সৃষ্টি এবং হয়েছে উপকৃত?!

আর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَن رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حفَرَ مَاءً لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَّى مِنْ جِنٍّ وَلاَ إِنْسٍ وَلاَ طَائِرٍ إِلاَّ آجَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তিই কোনো পানির কূপ খনন করে এবং তা থেকে মানুষ, জিন, হিংস্র

পশু, পাখি (প্রভৃতির মতো) তৃষ্ণার্ত জীব পানি পান করে; সেই ব্যক্তিকেই আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার পুরস্কার দেবেন।”[31]

---

[31] সহিহ ইবনি খুজাইমা, হা. ১২৯২; তারিখুল বুখারি, খ. ১, পৃ. ৩৩২; আল-আলবানি তাঁর *‘সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব’* গ্রন্থে (হা. ৭৩) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন।

চতুর্থ আমল : খেজুর গাছ রোপণ করা

ইতঃপূর্বে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَوْ غَرَسَ نَخْلا».

"(সাতটি আমলের প্রতিদান বান্দার মৃত্যুর পরেও জারি থাকে, যা সে নিজ কবরে থেকেও পেয়ে যায়; তার মধ্যে একটি হলো :) অথবা যে ব্যক্তি খেজুর গাছ রোপণ করে।"[32]

---

[32] মুসনাদুল বাজ্জার, হা. ৭২৮৯; আল-আলবানি তাঁর *'সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব'* গ্রন্থে (হা. ৭৩) হাদিসটিকে *হাসান* বলেছেন।

আর সুন্নাহয় সাব্যস্ত হয়েছে, খেজুর গাছ সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে উপকারী গাছ; এবং মানুষদেরকে সবচেয়ে বেশি মুনাফা এনে দেয় এই গাছটিই। এমনকি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত গাছকে মুসলিম বান্দার সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ».

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় গাছপালার মধ্যে

এমন একটি গাছ আছে, যার পাতা ঝরে পড়ে না এবং তা মুসলিম বান্দার দৃষ্টান্ত।”[33]

অন্য শব্দবিন্যাসে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

«إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُه كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ ... هِيَ النَّخْلَةُ».

“নিশ্চয় গাছপালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে, যার বরকত মুসলিম বান্দার বরকতের ন্যায়।... সেটা হলো খেজুর গাছ।”[34]

কেবল খেজুর গাছেরই এই বিশাল মর্যাদা আছে। কেননা এটা উত্তম, বরকতময় ও

[33] সহিহুল বুখারি, হা. ৬১; সহিহ মুসলিম, হা. ২৮১১।

[34] সহিহুল বুখারি, হা. ৫৪৪৪।

বহু-উপকারিতাবিশিষ্ট গাছ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই গাছের প্রতিটি অংশে জনমানুষ ও জীবজন্তুর জন্য উপকারিতা বিদ্যমান রয়েছে। এই গাছের ফল সবচেয়ে উপকারী ফলগুলোর একটি বলে পরিগণিত হয়। সেই ফলের যে মিষ্টতা, তার ধারকাছেও নেই অন্য কোনো মিষ্টতা। অনুরূপভাবে খেজুর গাছের অন্তরেও—যেটাকে *খর্জূর-মজ্জা* বলা হয়—রয়েছে শরীরগঠনকারী নানাবিধ ফলপ্রসূ বিষয়। তদ্রুপ খেজুর গাছের সকল অংশ থেকেই মানুষ ফায়দা লাভ করে এবং নিজেদের বাসাবাড়িতে তা থেকে উপকৃত হয়। এজন্যই বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ، مَا أَخَذْتَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ نَفَعَكَ».

ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "মুমিনের দৃষ্টান্ত হলো খেজুর গাছ। তুমি সেই গাছ থেকে যে অংশই নাও না কেন, সেটা তোমার উপকারে আসবে।"[35]

সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো খেজুর গাছ রোপণ করে এবং মুসলিমদেরকে তার ফল খাওয়ার সুযোগ করে দেয়, আর সেই গাছের ফল থেকে

---

[35] তাবারানি, আল-মুজামুল কাবির, হা. ১৩৫১৪; আল-আলবানি তাঁর *'আস-সিলসিলাতুস সহিহা'* গ্রন্থে (হা. ২২৮৫) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন।

যতদিন পর্যন্ত কোনো আহারকারী মানুষ বা পশু আহার করে এবং সেই গাছ থেকে কোনো মানুষ বা পশু উপকার লাভ করে; ততদিন পর্যন্ত সে ব্যক্তির এই আমলের পুরস্কার চলমান থাকে।

এই বিশাল প্রতিদান মূলত সকল গাছকেই শামিল করে। পূর্বোক্ত হাদিসে কেবল খেজুর গাছের কথা বলা হয়েছে— তার অনন্য বৈশিষ্ট্য ও প্রচুর উপকারিতার কথা বিবেচনা করে। সুতরাং যে ব্যক্তিই কোনো বৃক্ষ রোপণ করে, আর মানুষ, পশু ও পাখি তা থেকে উপকৃত হয়, সে ব্যক্তির জন্যই উক্ত বৃক্ষ সদকা হিসেবে পরিগণিত হবে; যার প্রতিদান তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরেও তাঁর কাছে পৌঁছতে থাকবে।

বর্ণিত হয়েছে,

عَن أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ».

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে কোনো মুসলিম যখন কোনো গাছ লাগায় অথবা ফসল বোনে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, কিংবা মানুষ, অথবা পশু (তার ফল বা ফসল) খায়, তখন ওই ফল-ফসল বৃক্ষরোপণকারীর জন্য সদকা হিসেবে বিবেচিত হয়।"[36]

---

[36] সহিহুল বুখারি, হা. ২৩২০; সহিহ মুসলিম, হা. ১৫৫৩।

পঞ্চম আমল : মসজিদ নির্মাণ করা

ইতঃপূর্বে আনাস বিন মালিক ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদিসদ্বয়ে বলা হয়েছে,

«أَوْ بَنَى مَسْجِدًا».

“(সাতটি আমলের প্রতিদান বান্দার মৃত্যুর পরেও জারি থাকে, যা সে নিজ কবরে থেকেও পেয়ে যায়; তার মধ্যে একটি হলো :) কিংবা যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে।”[37]

---

[37] মুসনাদুল বাজ্জার, হা. ৭২৮৯; আল-আলবানি তাঁর *‘সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব’* গ্রন্থে (হা. ৭৩) হাদিসটিকে *হাসান* বলেছেন; ইবনু মাজাহ, হা. ২৪২; আল-আলবানি তাঁর *‘সহিহুল জামি’* গ্রন্থে (হা. ২২৩১) হাদিসটিকে *হাসান* বলেছেন।

কেননা মসজিদসমগ্র মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা, যেমনটি শরয়ি দলিলসমগ্রে প্রতীয়মান হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا».

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলো মসজিদসমূহ।”[38]

[38] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, অধ্যায় নং : ৫, পরিচ্ছেদ নং : ৫২, হা. ৬৭১।

সুতরাং মসজিদসমূহকে পরিচর্যা ও আবাদ করা ইমানের বিশিষ্ট আলামত। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

«إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ».

“কেবল তারাই আল্লাহর মসজিদগুলোকে আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান এনেছে।”[39]

---

[39] সুরা তাওবা : ১৮।

***‘মসজিদ আবাদ করা’* কথাটির দুটো মর্মার্থ রয়েছে :**

প্রথম মর্মার্থ : ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে[40] আবাদ করা; আর এটা সম্পন্ন হয় মসজিদ নির্মাণ করা, মসজিদকে সংরক্ষণ করা, মসজিদ-সম্প্রসারণ করা, সংস্কার করা, মসজিদের অভ্যন্তরে আরাম-আয়েশের সুব্যবস্থা করা প্রভৃতির মাধ্যমে।

দ্বিতীয় মর্মার্থ : অ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে[41] আবাদ করা; এটা সম্পন্ন হয় মসজিদে নামাজ আদায় করা, কুরআন পড়া এবং জিকির ও ইলমের মজলিসকে পুনর্জীবিত

---

[40] **ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য :** পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনো একটি দিয়ে সরাসরি অনুভব করা যায় এমন। মানবদেহের পাঁচটি ইন্দ্রিয় হলো— শ্রবণ, দর্শন, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শ। – ***অনুবাদক।***

[41] **অ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য :** পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনোটি দিয়েও সরাসরি অনুভব করা যায় না এমন। – ***অনুবাদক।***

করার মাধ্যমে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ.

"সেসব গৃহে—যেগুলোকে মর্যাদায় সমুন্নত করতে এবং তাতে তাঁর জিকির করতে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ—সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে সে সমস্ত লোক, যাদেরকে *ব্যবসা-বাণিজ্য* ও *ক্রয়বিক্রয়* আল্লাহর জিকির থেকে এবং নামাজ আদায় ও জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না।"[42]

---

[42] সুরা নুর : ৩৬-৩৭।

সুতরাং যিনি মসজিদ নির্মাণ করেন— যেন সেই মসজিদে নামাজ সম্পাদিত হয়, কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, দয়াময় আল্লাহর জিকির করা হয়, (শরয়ি) ইলম প্রচারিত হয়, এবং কল্যাণ, সদাচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বজায়ের মতো বিভিন্ন মহৎ হিতকর বিষয় নিয়ে মুসলিমগণ জমায়েত হয়; তিনি এই সমস্ত ভালো আমলের নেকি ও পুরস্কার তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে পেয়ে যাবেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে এ তো আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা সেই অনুগ্রহ দিয়ে থাকেন।

যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে, তার ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরেকটি মহত্তর মর্যাদা বিশুদ্ধ সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ».

উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি আল্লাহর চেহারা দেখার উদ্দেশ্যে (তথা তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে) মসজিদ নির্মাণ করবে, মহান

আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করে দেবেন।”[43]

যিনি একাই সম্পূর্ণ মসজিদ নির্মাণ করেন, তিনি যেমন মসজিদ নির্মাণের সওয়াব পান, তেমনি অন্য কেউ নির্মাণকাজে তাঁর শরিক হলে তিনিও শরিক হিসেবে সওয়াব পান; যদিও তাঁর শরিকানা সামান্য পরিমাণ হয়ে থাকে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ : «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

---

[43] সহিহুল বুখারি, হা. ৪৫০; সহিহ মুসলিম, হা. ৫৩৩।

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য টিড্ডি পাখির বাসার ন্যায় কিংবা তার চাইতেও ক্ষুদ্র একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করে দেবেন।”[44]

---

[44] ইবনু মাজাহ, হা. ৭৩৮; আল-আলবানি তাঁর *‘সহিহুল জামি’* গ্রন্থে (হা. ৭৩) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন, كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ “টিড্ডি পাখির বাসার ন্যায়” : এটার অর্থ— *‘পাখির এমন বাসা, যেখানে সে ডিম পাড়ে।’* এই ভালো আমলের পুরস্কার এবং *সামান্য পরিসরে হলেও* তাতে অংশগ্রহণ করার পুরস্কার যে কত বিশাল হতে পারে, সে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এখানে। – ***লেখক।***

ষষ্ঠ আমল : কুরআনের মুসহাফ মুদ্রণ করা

ইতঃপূর্বে আনাস বিন মালিক ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদিসদ্বয়ে বলা হয়েছে,

«أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا».

“(সাতটি আমলের প্রতিদান বান্দার মৃত্যুর পরেও জারি থাকে, যা সে নিজ কবরে থেকেও পেয়ে যায়; তার মধ্যে একটি হলো :) অথবা যে ব্যক্তি কুরআনের মুসহাফের (মুদ্রিত কপি) ওয়ারিশ বানায়।”[45]

---

[45] মুসনাদুল বাজ্জার, হা. ৭২৮৯; আল-আলবানি তাঁর *‘সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব’* গ্রন্থে (হা. ৭৩) হাদিসটিকে *হাসান* বলেছেন;

কুরআনের মুসহাফের ওয়ারিশ বানানো যেমন পরিবারের উত্তরাধিকারীদেরকে কুরআনের প্রতিনিধি বানানোকে শামিল করে, যাতে করে তারা কুরআন পড়ে তা থেকে উপকৃত হতে পারে। তদ্রূপ মুসহাফের ওয়ারিশ বানানো— মুসলিমদের উপকারার্থে মুসহাফ প্রিন্ট করা, বিতরণ করা, মসজিদসমগ্র ও ইলমের বিদ্যাপীঠগুলোতে ওয়াক্‌ফ করার মতো বিষয়াদিকেও শামিল করে।

ফলে যে ব্যক্তিই এসব মুসহাফ থেকে একটি আয়াত পড়ে, কিংবা আয়াতটিকে অনুধাবন করে, কিংবা আয়াতের অন্তর্ভুক্ত দিকনির্দেশনা আমলে

ইবনু মাজাহ, হা. ২৪২; আল-আলবানি তাঁর *‘সহিহুল জামি’* গ্রন্থে (হা. ২২৩১) হাদিসটিকে *হাসান* বলেছেন।

বাস্তবায়ন করে; সে ব্যক্তিরই এই বিরাট নেকি তিনি পেয়ে যান, যিনি মুসহাফের ওয়ারিশ বানিয়েছেন।

সপ্তম আমল : সন্তানদেরকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করা

এই আমলের কথা এ বিষয়ে বর্ণিত সবগুলো হাদিসেই এসেছে, যেগুলোর বিবরণ বক্ষ্যমাণ পুস্তিকার শুরুতে দেওয়া হয়েছে।[46] এ থেকে প্রতীয়মান হয়, এ আমলের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। কেননা সন্তানসন্ততিকে প্রতিপালন করা, তাদেরকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া, তাকওয়া (পরহেজগারি-আল্লাহভীতি) ও সৎ আমলের ওপর তাদেরকে লালনপালন করতে সচেষ্ট হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ আমলগুলোর অন্যতম;

---

[46] বক্ষ্যমাণ পুস্তিকার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

যে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া সকল মুসলিমের জন্যই বাঞ্ছনীয়। এটা সেই মহান আমানতগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহ। যেমন মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেছেন,

«وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ».

"আর যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"[47]

কেননা সন্তানসন্ততি ভালো হলে পরিবার, সমাজ ও দেশ ভালো হয়ে যায়। তাদেরকে ভালোভাবে গড়ে তোলার অন্যতম ফল— তারা পিতামাতার জীবদ্দশায় এবং তাঁদের মৃত্যুর পরেও

---

[47] সুরা মাআরিজ : ৩২।

তাঁদের প্রতি সদাচারী থাকে; ফলে তারা তাঁদের জন্য কল্যাণের দোয়া করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহমত চায়। বস্তুত এ আমলের মাধ্যমেই মৃতব্যক্তি তার কবরে উপকৃত হয়, বরং সন্তানসন্ততির সকল ভালো আমলের—যেমন নামাজ, দান, সদ্ব্যবহার, অনুগ্রহশীল আচরণ ইত্যাদি—সমপরিমাণ প্রতিদান পিতামাতাকেও দেওয়া হয়। কেননা তাঁরাই তো তাদেরকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন শিষ্টাচার। মহান আল্লাহর তৌফিকের পরে— সন্তানসন্ততি সৎ হওয়ার মাধ্যম তো তাঁরাই। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ».

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় তোমাদের সন্তানসন্ততি তোমাদেরই উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।”[48]

বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.

[48] আবু দাউদ, হা. ৩৫২৮; তিরমিজি, হা. ১৩৫৮; আল-আলবানি তাঁর *‘ইরওয়াউল গালিল’* গ্রন্থে (হা. ১৬২৬) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় মহান আল্লাহ জান্নাতে ভালো বান্দার মর্যাদাগত স্তর উঁচু করে দেন।” তখন সে বলে, “হে আমার রব, (আমার) এ উন্নতি কীভাবে?” আল্লাহ বলেন, “তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমাপ্রার্থনার ফলে।”[49]

---

[49] ইবনু মাজাহ, হা. ৩৬৬০; আল-আলবানি তাঁর *‘আস-সিলসিলাতুস সহিহা’* গ্রন্থে (হা. ১৫৯৮) হাদিসটিকে *হাসান* বলেছেন।

অষ্টম আমল : নানাবিধ গৃহ নির্মাণ করে সেগুলো ওয়াক্‌ফ করে দেওয়া

এই আমলের কথা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে এসেছে, যেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ».

"(মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহের মধ্য থেকে নিশ্চিতভাবে যা তার সাথে মিলিত হয়, সেসবের একটি হলো :) কিংবা এমন পান্থশালা (Caravansary), যা সে পথিকদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে।"[50]

---

[50] ইবনু মাজাহ, হা. ২৪২; আল-আলবানি হাদিসটিকে তাঁর *'সহিহুল জামি'* গ্রন্থে (হা. ২২৩১) *হাসান* বলেছেন।

এই হাদিসে *মুসলিমদের উপকারার্থে বিভিন্ন গৃহ নির্মাণ করে তা ওয়াক্ফ করে দেওয়ার* ফজিলত বর্ণিত হয়েছে; চাই উক্ত মুসলিমবর্গ পথিক হোক, কিংবা তালিবুল ইলম হোক, অথবা এতিম হোক, কিংবা বিধবা হোক, বা ফকির-মিসকিন হোক। সত্যিই! এ কাজে কত কল্যাণ আর এহসানই না রয়েছে!

এ আমলেরই অন্তর্ভুক্ত হবে— সর্বজনীন হাসপাতাল নির্মাণ করে তার উপকারিতা ওয়াক্ফ করে দেওয়া-সহ এ জাতীয় বিভিন্ন সর্বজনীন বিল্ডিং নির্মাণ করে দেওয়া। কেননা এগুলোর সবই সুবিশাল পুণ্যরাজির অন্তর্গত, যেসব পুণ্য ও

সওয়াব বান্দা নিজের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে পেয়ে থাকে।

তদ্রূপ এ আমলের অধিকারী হবেন— এমন ব্যক্তি, যিনি কোনো জমিন ক্রয় করে তা ওয়াক্‌ফ করে দেন; যেন মুসলিম জনসাধারণের মৃতদেহ দাফন করা, তাদেরকে গোসল দেওয়া ও কাফন পরানোর কবরস্থান হিসেবে সেই জমিনকে নির্ধারণ করা যায়। বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيهِ أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أُسْكِنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

আবু রাফি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোনো মৃতব্যক্তির জন্য কবর খনন করে এবং তাকে সেই কবরে দাফন করে, তার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত সেরকম সওয়াব জারি করে দেওয়া হয়, যেমন সওয়াব কোনো গৃহে কাউকে বসাবসের সুযোগ করে দিলে গৃহদাতা পেয়ে থাকে।”[51]

যে ব্যক্তি তার মৃত মুসলিম ভাইকে দাফন করে, তার জন্যই যদি এত বিপুল পরিমাণ সওয়াব ধার্য হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির সওয়াব কী পরিমাণ হতে পারে, যিনি পুরো জমিনই ওয়াক্‌ফ করে তা প্রস্তুত করে দেন, যাতে সকল মুসলিম তা থেকে উপকৃত হয়?!

---

[51] মুস্তাদরাকুল হাকিম, খ. ১, পৃ. ৫০৫; আল-আলবানি তাঁর ‘*সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব*’ গ্রন্থে (হা. ৩৪৯২) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন।

নবম আমল : সীমান্তে পাহারারত অবস্থায় মারা যাওয়া

এ আমলের কথা আবু উমামা আল-বাহিলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, যেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَرْبَعٌ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أُجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ : رَجُلٌ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ...».

"চারটি আমলের প্রতিদান বান্দার মৃত্যুর পরেও জারি থাকে : (১) যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে পাহারারত অবস্থায় মারা যায়।..."[52]

---

[52] মুসনাদু আহমাদ, হা. ২২৩১৮; আল-আলবানি হাদিসটিকে তাঁর *'সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব'* গ্রন্থে (হা. ১১৪) *সহিহ* বলেছেন;

আল্লাহর পথে শত্রুদেরকে প্রতিহত করা এবং মুসলিমদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য সীমান্তে পাহারা দেওয়া মহান আল্লাহর কাছে এমন মহান ইবাদতগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যেসবের মাধ্যমে প্রাপ্তি হিসেবে মেলে আল্লাহর সান্নিধ্য। এ আমলের অনেকগুলো মাহাত্ম্য সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন মুসলিম তাঁর *‘আস-সহিহ’* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ

অনুরূপ হাদিস সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে আত-তাবারানি তাঁর *‘আল-মুজামুল কাবির’* গ্রন্থে (হা. ৬১৮১) বর্ণনা করেছেন এবং আল-আলবানি হাদিসটিকে তাঁর *‘সহিহুল জামি’* গ্রন্থে (হা. ৮৮৮) *হাসান* বলেছেন।

وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ».

সালমান আল-ফারিসি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "এক দিন ও এক রাতের প্রতিরক্ষা-কাজ এক মাস (নফল) রোজা ও নামাজ অপেক্ষা উত্তম। সে যদি মারা যায়, তাহলে তার জন্য সেই আমল জারি থাকে, যা সে জীবিত অবস্থায় করত, আর তার জন্য (শহিদসুলভ) রুজিও জারি করা হয় এবং (কবরের প্রশ্নোত্তরের) ফিতনা থেকে সে লাভ করে নিরাপত্তা।"[53]

[53] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারত, অধ্যায় নং : ৩৪, পরিচ্ছেদ নং : ৫০, হা. ১৯১৩।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীমান্তরক্ষীর প্রাপ্য চারটি বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন। সেগুলো হলো—

এক. এক দিন ও এক রাতের প্রতিরক্ষা-কাজের সওয়াব পূর্ণ এক মাস (নফল) রোজা ও নামাজ অপেক্ষা উত্তম।

দুই. সে তার জীবদ্দশায় যেসব আমল করত—যেমন নামাজ, জাকাত, রোজা, সদাচরণ, এহসান—সেসবের সওয়াব তার জন্য মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকবে এবং সেগুলোর প্রতিদান কখনোই বিচ্ছিন্ন হবে না; যদি সে মারা যায় আল্লাহর পথে প্রতিরক্ষারত অবস্থায়। ফলে সে কবরে থাকলেও আল্লাহ তার আমলের প্রতিদানগুলোকে বৃদ্ধি করে তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন।

তিন. জান্নাতের নেয়ামত থেকে তার জন্য বরাদ্দকৃত রিজিক অব্যাহত থাকবে; ওই শহিদদের অবস্থার মতো, যাঁদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.

“যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনো মৃত মনে কোরো না; বরং তারা তাদের রবের নিকটে জীবিত এবং (জান্নাতের ফল থেকে) রিজিকপ্রাপ্ত।”[54]

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

---

[54] সুরা আলে ইমরান : ১৬৯।

عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرَةِ الْجَنَّةِ.

কাব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় শহিদদের রুহগুলো সবুজ পাখির মধ্যে অবস্থান করে, যারা ভক্ষণ করে জান্নাতের ফলমূল।”[55]

চার. কবরের ফিতনা থেকে নিরাপত্তা লাভ। এই ফিতনা মানে কবরের অভ্যন্তরে বান্দার উদ্দেশে ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের ফিতনা। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

---

[55] তিরমিজি, হা. ১৬৪১; আল-আলবানি তাঁর *‘সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব’* গ্রন্থে (হা. ১১৪) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন।

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ.

ফাদালা ইবনু উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে তার আমল শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সীমান্ত-প্রহরীর সওয়াব বন্ধ হয় না। কেয়ামত পর্যন্ত তার আমলের সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে কবরের ফিতনা থেকে থাকবে নিরাপদ।"[56]

---

[56] আবু দাউদ, হা. ২৫০০; আল-আলবানি তাঁর *'সহিহুল জামি'* গ্রন্থে (হা. ৪৫৬২) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন।

আর এ বিষয়েরই অন্তর্ভুক্ত হবেন তিনি, যিনি নিজের ধনসম্পদ দিয়ে জিহাদ করেন, আল্লাহর রাস্তায় দান করেন— ফলে মুসলিমদের রাষ্ট্রগুলোর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সৈনিকদের জন্য জিহাদের প্রস্তুতি নিতে এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে দান-সদকা করেন। বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا».

জাইদ বিন খালিদ আল-জুহানি রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে

ব্যক্তি (জিহাদের জন্য) কোনো যোদ্ধাকে (তার রসদ-সহ) সাজিয়ে দেয়, সেই ব্যক্তিও ওই যোদ্ধার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে। এতে সেই যোদ্ধার সওয়াব থেকেও কোনো কিছু কমে যায় না।”[57]

[57] ইবনু মাজাহ, হা. ২৭৫৯; আল-আলবানি তাঁর *‘আস-সিলসিলাতুস সহিহা’* গ্রন্থে (হা. ৪৫৬২) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন।

দশম আমল : সদকায়ে জারিয়া বা প্রবাহমান দান

সদকায়ে জারিয়ার বিবরণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথায় বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন,

«إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ... أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ».

“মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহের মধ্য থেকে নিশ্চিতভাবে যা তার সাথে মিলিত হয়, সেসবের একটি হলো— কিংবা এমন সদকা, যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও

জীবিত থাকা অবস্থায় দান করেছে; এসব আমলের সওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে মিলিত হবে।”[58]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আদম সন্তান মারা গেলে তার সমস্ত

---

[58] ইবনু মাজাহ, হা. ২৪২; আল-আলবানি হাদিসটিকে তাঁর *‘সহিহুল জামি’* গ্রন্থে (হা. ২২৩১) *হাসান* বলেছেন।

আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কেবল তিনটি আমল ছাড়া : (১) সদকা জারিয়া তথা ইষ্টাপূর্ত কর্ম; (২) এমন ইলম, যা থেকে উপকৃত হওয়া যায়; (৩) নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।”[59]

সদকায়ে জারিয়া বা প্রবাহমান দান বলতে এমন বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে, যেগুলো একজন মুসলিম দান করে এবং দীর্ঘকাল ধরে সেই দানের উপকার বহমান থাকে; ফলে উক্ত দানের সওয়াব দাতার জন্য জারি থেকে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত মূল দানটুকু অবশিষ্ট থাকে এবং সৃষ্টিকুল তা থেকে লাভ করতে থাকে উপকার।

---

[59] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ওয়াসিয়্যাত, অধ্যায় নং : ২৬, পরিচ্ছেদ নং : ৩, হা. ১৬৩১।

এরই আওতাভুক্ত হবে— সর্বজনীন কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জমিন ও বিল্ডিং ওয়াক্ফ করা; যেমন হাসপাতাল, মাদরাসা, মসজিদ প্রভৃতি। অনুরূপভাবে পড়ে উপকৃত হওয়ার নিমিত্ত কুরআনের মুসহাফ ও ইলমি বইপুস্তক ওয়াক্ফ করা, বিভিন্নভাবে মানুষ ও জীবজন্তুকে পানি পান করানোর জন্য কূপ বা অনুরূপ বিষয় ওয়াক্ফ করা-সহ যেসব দান-সদকা ও ওয়াক্ফের উপকার চলমান থাকে, সেগুলোর সবই সদকায়ে জারিয়া হিসেবে বিবেচিত হবে।

শেষের কথা

তৌফিকপ্রাপ্ত মুমিন বান্দা যখন উল্লিখিত আমলগুলোর মর্যাদা সম্পর্কে এবং এসব আমলের দরুন যেই কল্যাণ সে পাবে, তা জানতে পারবে, তখন সে অবশ্যই সেসব আমল বাস্তবায়নে দ্রুত ধাবিত হবে এবং নিজের জীবদ্দশায় ও সুস্থ থাকাকালীন উক্ত আমলসমগ্রের মর্যাদা গনিমত হিসেবে হাসিল করতে সচেষ্ট হবে। কেননা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত এমন আমল করতে দেরি করার চেয়ে সেটাই হবে তার জন্য কল্যাণকর। কারণ মানুষ তো আর জানে না, কখন তার মৃত্যু চলে আসবে!

এজন্যই বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ فَقَالَ : «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ».

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, “হে আল্লাহর রসুল, (নেকির দিক দিয়ে) সবচেয়ে বড়ো দান কোনটি?” তিনি বললেন, “তোমার সে সময়ে করা দান (বৃহত্তম নেকির কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে), যখন তুমি সুস্থ থাকবে, অন্তরে

সম্পদের লোভ থাকবে, এবং তোমার মাঝে কাজ করবে দরিদ্রতার ভয় এবং ধনসম্পদের আশা। আর তুমি সদকা করতে এত বিলম্ব করবে না— যেন তোমার প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়, তখন তুমি বলতে থাক, ‘*অমুকের জন্য এত, আর অমুকের জন্য এত।*’ অথচ তা অমুক (উত্তরাধিকারীর) জন্য সাব্যস্ত হয়েই গেছে।[60]

বর্ণিত হয়েছে,

«وَكَانَ يزِيد الرقاشِي يَقُول لنَفسِهِ وَيحك يَا يزِيد من ذَا الَّذِي يُصَلِّي عَنْك بعد الْمَوْت من ذَا الَّذِي

[60] সহিহুল বুখারি, হা. ১৪১৯; সহিহ মুসলিম, হা. ১০৩২।

يَصُوم عَنْك بعد الْمَوْت من ذَا الَّذِي يُرْضِي عَنْك رَبك بعد الْمَوْت».

তাবেয়ি ইয়াজিদ আর-রাক্কাশি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১১৯ হি.) নিজেকে বলতেন, “ধিক তোমাকে, ইয়াজিদ! কে আছে এমন, যে তোমার মৃত্যুর পর তোমার জন্য নামাজ পড়বে?! কে আছে এমন, যে তোমার মৃত্যুর পর তোমার জন্য রোজা রাখবে?! কে আছে এমন, যে তোমার মৃত্যুর পর তোমার জন্য তোমার রবকে সন্তুষ্ট করবে?!”[61]

মহান আল্লাহ বলেছেন,

---

[61] আব্দুল হক আল-ইশবিলি, আল-আকিবাতু ফি জিকরিল মাওত, পৃ. ৪০।

«إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ».

"আমিই মৃতকে করি জীবিত আর লিখে রাখি—যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা তারা রেখে যায় পেছনে।"[62]

আল্লামা সাদি রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের তাফসিরে বলেন, "এর মানে পেছনে রেখে যাওয়া বিভিন্ন কল্যাণকর ও অকল্যাণকর বিষয়; নিজেদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে যেসব বিষয়কে জিন্দা রাখার মাধ্যম ছিল তারাই। আর এগুলোর দ্বারা উদ্দেশ্য এমনসব আমল, যা তাদের কথা, কাজ ও পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

---

[62] সুরা ইয়াসিন : ১২।

সুতরাং কোনো বান্দার ইলম, তালিম (শিক্ষাদান), কল্যাণকামিতা, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ, শিক্ষার্থীদের কাছে রেখে যাওয়া ইলম, কিংবা এমন বইপুস্তক যা থেকে তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে উপকৃত হওয়া যায় — প্রভৃতির যেকোনো কিছুর কারণে মানুষদের যে কেউ কোনো ভালো আমল করলে; কিংবা কোনো বান্দা নামাজ, জাকাত, দান-সদকা, এহসান প্রভৃতির মতো ভালো আমল করে, যা দেখে অন্য কেউ তার অনুসরণ করে এমন আমল করলে; অথবা কোনো বান্দা মসজিদ নির্মাণ করলে, কিংবা জনকল্যাণার্থে কোনো স্থান নির্মাণ করে দিলে; এ ধরনের সকল বিষয় মৃত্যুর সময় পেছনে রেখে

যাওয়া আমল ও তার প্রতিদান হিসেবে বিবেচিত হবে, যা (সংরক্ষণের জন্য) লিখে রাখা হয়। অনুরূপ কথা মন্দ আমলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।”[63]

সুতরাং মুমিন বান্দা যেন সতর্ক হয়— ভালো আমলের উত্তম প্রভাব যতদিন পর্যন্ত মানুষদের মাঝে অবশিষ্ট থাকে, ততদিন পর্যন্ত সেসব আমলের সওয়াব যেমন জারি থাকে, তেমনি এমন কিছু আমলও রয়েছে, যেসবের পাপ জারি থাকে। এরকম মন্দ আমলের নিকৃষ্ট প্রভাব যতদিন পর্যন্ত মানুষদের মাঝে অবশিষ্ট থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সেসবের পাপ সেই ব্যক্তি পেতে থাকবে, যে মানুষদেরকে সেগুলো করতে আহ্বান করেছিল।

---

[63] তাইসিরুল কারিমির রহমান (তাফসিরে সাদি), পৃ. ৬৯২।

আর সমুদয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আমাদের নবি মুহাম্মাদ, তাঁর অনুসারীবর্গ ও সকল সাহাবির জন্য ধার্য হোক আল্লাহর তরফ থেকে সালাত ও সালাম।

সমাপ্ত

আলহামদুলিল্লাহ। আমি (অনুবাদক) মহান আল্লাহর ফজল ও করমে ৪ঠা রমজান ১৪৪৫ হিজরি তারিখে তারাবির নামাজের পর এই পুস্তিকার অনুবাদকর্ম আরম্ভ করেছি এবং একই তারিখে (১৫ই মার্চ ২০২৪ খ্রি.) জুমার নামাজের আগে শেষ করেছি। এর সবই মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ ও তৌফিকের ফল; নিশ্চয় তিনি মহানুভব ও মহান দাতা। ফালহামদুলিল্লাহি আওয়্যালাও ওয়া আখিরা।